প্রথম আলো

প্রথম আলো

তারিখ 16 FEB 2014
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেট হালনাগাদ করে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের দাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

সিনেট হালনাগাদ করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের আয়োজন করার দাবি জানিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ ও প্রগতিবাদী চেতনায় বিশ্বাসী জোটের শিক্ষকেরা। তাঁরা গতকাল শনিবার কলা অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে সংবাদ সম্মেলন করে এই দাবি জানান।

জোটের শিক্ষকেরা আরও বলেন, আচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। গত ২২ জানুয়ারি আচার্য বিদ্যমান সিনেটের মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এম এ মতিনকে ৩০ দিনের মধ্যে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের নির্দেশ দেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক সাজেদ আশরাফ করীম। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অযৌক্তিক আন্দোলন স্থগিত বা শেষ হয়েছে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল একজন উপাচার্যকে সরিয়ে নিজেদের সেই ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। আচার্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই অযৌক্তিক আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করেছে। এর আগে আচার্যের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নির্দেশনা পাঠিয়েছিল, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে।

সাজেদ আশরাফ করীম আরও বলেন, আচার্য সর্বশেষ বিদ্যমান সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করছে। কারণ, বিদ্যমান সিনেটে ৬৩ জন প্রতিনিধি মেয়াদোত্তীর্ণ। ইতিমধ্যে সিনেটে জ্যেষ্ঠ এবং শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে বিদ্যমান সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন স্পষ্টতই পক্ষপাতমূলক। এই মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এ টি এম আতিকুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।